বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

একটি সহায়ক পুস্তিকা

প্রকাশকঃ কলকাতা কনসাল্ট্যান্ট
এ ইউনিট অফ কমিউনিটি অ্যাকশন সোসাইটি

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

সৌজন্যে কলকাতা সর্বশিক্ষা মিশন

Published by: Kolkata Konsultants- a Unit of Communty Action Society

Date of Publication: September 2012

"কলকাতা কন্যালটান্ট, এ ইউনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি"

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

ভূমিকা

১৯৫০ সালেই ভারতীয় সংবিধানে ১৪ বছরের বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক ভাবে রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক একটি সনদ তৈরী হয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের এই সনদ মেনে নিয়ে ভারতের সমস্ত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ভারতবর্ষের ৬-১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুর জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০১ -০২ সাল থেকে দেশের সমস্ত জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়। ২০০৫ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশিত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন (National Commission for Protection of Child Rights) তৈরী করেন। সর্বশিক্ষা অভিযানের শুরুতে লক্ষ্য ছিল ২০০৩ সালের মধ্যে দেশের ৬-১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, ২০০৭ সালের মধ্যে তারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে এবং ২০১০ সালের মধ্যে তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করবে।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে যে সমস্ত কৌশলগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল দেশের প্রতিটি জনবসতির এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করা, শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করানোর কাজে স্থানিয় মানুষদের চালিত করা, শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরী করা এবং ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার পরিমাপ করা।কিন্তু সর্বশিক্ষা অভিযান গত দশ বছর ধরে চলার পরেও দেশের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনার ক্ষেত্রে খামতি লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব ছাড়াও প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্য সম্পূর্ণভাবে বিনা ব্যয়ে সুনিশ্চিত করতে না পারার ফলে এখনো বহু শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গেছে। তাই শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে সমস্ত শিশুর জন্য বাস্তবায়িত করতে ২০০৯ সালে "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯" (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) পাশ হয় এবং ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল এই আইন দেশে বলবৎ হয়।

এই আইন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং ৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আলোয় আনতে এই আইন যুগান্তকারি ভূমিকা পালন করবে। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগারিক সামাজ সংগঠন এবং সরকার এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাই এই আইনের নানা দিক অবহিত করার জন্য এই সহায়ক বইটির অবতারনা করা হয়েছে। এই খসড়া সহায়ক বইটিকে পূর্নাঙ্গ রূপ দিতে আপনার মতামত খুব জরুরী।দয়া করে আপনি আপনার মতামত "কলকাতা কল্যালট্যান্ট, এ ইন্ডিনট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশণ সোসাইটি" তে পাঠান।

ইতি

পার্থ রায়
পরিচালক
কলকাতা কল্যালট্যান্ট, এ ইন্ডিনট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশণ সোসাইটি
সেপ্টেম্বর, ২০১২

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

১) কোন শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারী?

৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি ভারতের যে কোনো শিশু বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। [sec. 3(1)]

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট রুল অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি যে কোনো শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে । [WB State Rule No 2 (a) & (C)]

২) বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনে 'বিদ্যালয়' বলতে কি বোঝাচ্ছে?

এই আইনে বিদ্যালয় বলতে প্রারম্ভিক শিক্ষা দেয় বা দিতে পারে এমন বিদ্যালয়কেই বোঝাচ্ছে। এই সব বিদ্যালয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

- কেন্দ্রীয় সরকার , রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [sec 2(n)(i)] দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়।
- সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় , যে বিদ্যালয় তাদের নিয়মিত খরচের পুরোটা বা কিছু অংশ কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় সরকারের থেকে সাহায্য হিসাবে পায় । [sec 2(n)(ii)]
- বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়- যেমন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় - যেসব বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র আছে এবং সেই চরিত্র সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। [sec.2 (n) (iii) & (p)]
- বিদ্যালয় যারা সরকার (কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানিয় সরকারের) কাছ থেকে কোনো রকমের সাহায্য পায় না। [sec 2(n)(iv)]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বলতে এই রুলে বোঝানো হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় "পঞ্চায়েত সমিতি" এবং শহর এলাকায় "মিউনিসিপালিটি" বা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় "বোরো"। এছাড়া বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ। [WB State Rule No 2. (k)]
- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুলে স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় বলতে বোঝানো হয়েছে শহর এলাকায় মিউনিসিপালিটি ও মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়। এবং গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত বিদ্যালয়। [WB State Rule No 2(n)]
- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল অনুযায়ী, বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় বলতে বোঝানো হয়েছে পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ উন্নয়ণ দপ্তর, গণশিক্ষা প্রসারণ দপ্তর, নারী ও শিশু উন্নয়ণ এবং সামাজিক উন্নয়ণ

দপ্তর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অনুন্নত সম্প্রদায় উন্নয়ণ দপ্তর পরিচালিত বিদ্যালয় এবং পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যালয়ের কথা সময়ে সময়ে ঘোষণা করবেন। [WB State Rule No 2(o)]

৩) **শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কোথায়, কিভাবে পাবে?**

- কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ ধরনের সরকারি বিদ্যালয় ছাড়া সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার , রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [sec 2(h)]) দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত প্রতিটি বিদ্যালয়ে যে কোনো শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাবে। [sec 12 (1)a]
- পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুরা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে। ঐসব বিদ্যালয় তাদের মোট খরচের যত শতাংশ সরকারি সাহায্য পায় সেই অনুপাতে তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের ভর্তি করবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে। কিন্তু সরকারী সাহায্যের পরিমান যত কমই হোক না কেন এইসব বিদ্যালয়কে তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে তাদের মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যার অন্ততঃ ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নিতে হবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিতে হবে। [sec.12 (1)b]
- এইসব শিশুরা বেসরকারি বিদ্যালয়েও বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে যদি ঐ বিদ্যালয় তাদের প্রতিবেশী বিদ্যালয় হয়। বেসরকারি বিদ্যালয় (যারা কোনো ভাবে কোনো রকম সরকারি সাহায্য পায় না) প্রতি বছর যত শিশুকে ভর্তি করবে তার কমপক্ষে ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নেবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে। [sec.12(1)c]
- পিছিয়ে পড়া শ্রেনীর শিশু (child belonging to disadvantaged Group) বলতে এই আইনে সেইসব শিশুদের বোঝানো হচ্ছে যারা তফশিলি জাতি বা উপজাতি থেকে আসছে, যারা সামাজিক ভাবে বা শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেনী থেকে আসছে অথবা রাজ্য সরকার যাদের বিজ্ঞপ্তি জারি করে পিছিয়ে পড়া শ্রেনী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। [sec. 2(d)]
- দূর্বলতর শ্রেণীর শিশু (children belonging to the weaker section) বলতে সেইসব শিশুদের বোঝানো হচ্ছে যাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক বার্ষিক রোজগার রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ঘোষিত ন্যূনতম বার্ষিক রোজগারের থেকে কম। [sec.2(e)]
- কিন্তু সাধারন শ্রেণীর শিশুরা যদি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে বা যেকোনো শিশু যদি কোনো বিদ্যালয়ে না এসে বাড়িতে পড়াশুনা করে তবে তাদের পড়াশুনার খরচ বহন করতে সরকার বাধ্য থাকবে না [Sec.7(1)and Sec.8(a)]

- পঃ বঃ সরকার স্টেট রুলে স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়, শহর এলাকায় মিউনিসিপালিটি ও মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয় এবং গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত বিদ্যালয়ে [WB State Rule No 2(n)] ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুর বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি (প্রথম-অষ্টম শ্রেণী) ও বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। [WB State Rule No 2 (a) & (C)-(i-viii)]
- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 6(1)] অনুযায়ী, রাজ্য সরকার "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার" নিশ্চিত করতে, আইনে [Sec. 12(1)C] বর্ণিত বিশেষ শ্রেণী, দুর্বলতর শ্রেণী ও পিছিয়ে পরা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই আইনে [Sec. 2(n)iv] বর্ণিত বিদ্যালয় গুলির প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলে রাজ্য সরকার ওই শ্রেণীর মোট ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাথাপিছু খরচ দেবেন। (বিজ্ঞপ্তি নং. 190-SE(Law)/S/1A-01/09, তারিখ- 14th February, 2011)

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 6(2)a] অনুযায়ী, আইনে [Sec. 2(n) iv] বর্ণিত যে বিদ্যালয়গুলি কোন রকম সরকারী অনুদান পায় না। সেই সব বিদ্যালয় গুলি ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই আইনে [Sec. 12(1) c] বর্ণিত দুর্বলতর শ্রেণী ও পিছিয়ে পরা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু ব্যয় করা অর্থ পরিশোধের জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানাতে পারেন।
- রাজ্য সরকার ঘোষণা করবেন পরিশোধিত অর্থের পরিমান এবং তা স্থির করবেন শিক্ষাবর্ষের শুরুর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে। যদি কোনো ঘোষণা স্থির না হয়, তাহলে আগের বছরের ঘোষিত অর্থ পরিশোধ করা হবে। [WB State Rule No 6(2) b]
- সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (*District School Inspector*), বিদ্যালয়গুলির আর্জির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প আধিকারিক (*District project Officer*),সর্ব শিক্ষা মিশন কে বিদ্যালয় গুলির ব্যয়িত অর্থ পরিশোধের জন্যে সুপারিশ করবেন। [WB State Rule No.6(2)c]

৪) বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementary Education) বলতে কি বোঝানো হচ্ছে?

এই আইন অনুযায়ী যে কোনো বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা বলা হচ্ছে। [sec.2(f)]

৫) প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood school) বলতে কি বোঝাচ্ছে ? বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার গন্ডিই বা কতটা? প্রতিবেশী বিদ্যালয়কে কে, কোথায়, কী ভাবে তৈরী করবে বা চালাবে?

কোনো শিশুর বাসস্থানের থেকে ১ কিলোমিটার হাটা পথের দূরত্বের মধ্যে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সে সবই ঐ শিশুর জন্য প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood school)। [sec 6 of the Act and Central Model Rule No.4] তাই যেকোনো বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখান থেকে শিশুরা সহজেই হেঁটে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে সেই এলাকাই ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা। এই প্রতিবেশী এলাকার গন্ডি ঐ এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বসতির ঘনত্ব প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সরকারকে প্রতিটি প্রতিবেশী এলাকার গন্ডির মধ্যে অন্ততঃ একটি করে বিদ্যালয় এই আইন চালু হবার তিন বছরের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে ঐ এলাকার সমস্ত শিশু বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পেতে পারে।

- **পঃ বঃ স্টেট রুল অনুযায়ী প্রতিবেশী বিদ্যালয় বলতে (WB State Rule No 4)** বোঝানো হয়েছে, মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে একটি "বোরো" এলাকা এবং মিউনিসিপালিটি ও অন্যান্য পৌর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে একটি "ওয়ার্ড" এলাকা এবং গ্রামের ক্ষেত্রে খাজনা প্রদানকারী গ্রাম। [WB State Rule No 2(I)]

- **পঃ বঃ স্টেট রুল** [WB State Rule No 4 (1) a, b] অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যে সব বিদ্যালয় স্থাপন করবেন (যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই বা আরও বিদ্যালয় প্রয়োজন) বা করেছেন তার গণ্ডি বা সীমানা হবে নিম্নরূপ-

  ১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী)

  গ্রামীণ এলাকায় ১ কি.মি.।
  শহর এলাকায় ১/২ কি.মি.।

  ২। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী)

  গ্রামীণ এলাকায় ২ কি.মি.।
  শহর এলাকায় ১ কি.মি.।

- রাজ্য সরকার চাইলে কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী একের বেশি বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন।

- **পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল** [WB State Rule No [4(2)] অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০০ র বেশী হবে না। এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০০ র বেশী হবে না। যদি কোনো প্রতিবেশী এলাকায় শিশুর সংখ্যা বেশী থাকে, তাহলে সেই উদ্দেশ্যে

আইন অনুযায়ী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (District Inspector of School), ওই সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয় গুলির ছাত্রছাত্রীর আসন সংখ্যা সিথিল করার জন্যা বিবেচনা করবেন।

- কম জনবসতি এলাকায় বা প্রাকৃতিকভাবে বন্ধুর এলাকায়, অর্থাৎ বন্যাপ্রবন এলাকা, পার্বত্য এলাকা, ধস্ নামে এমন এলাকা বা যে সব এলাকায় যাতয়াতের রাস্তা নেই সে সব এলাকায় রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার এমন জায়গায় বিদ্যালয় তৈরি করবে যেখানে প্রতিবেশী এলাকার সব শিশুরা নির্ভয়ে বিদ্যালয়ে আসতে পারে। কম জনবসতি হওয়ার জন্য যদি কোনো প্রতিবেশী এলাকায় বিদ্যালয় তৈরি করতে না পারেন, তাহলে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার ওই জনবসতির শিশুদের কাছাকাছি বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতয়াতের জন্য উপযুক্ত যানবাহনের এবং আবাসিক ভাবে থেকে বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং কঠিন পরিস্থিতিতে পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[WB State Rule No 4(3)]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No[4(4)] অনুযায়ী রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে পারেন বা কোনো উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে পারেন।

৬) বিনা ব্যয়ে শিক্ষা বলতে কি বোঝাচ্ছে? শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন খরচ লাগবে না?

বিনা ব্যয়ে শিক্ষা কথার অর্থ কোনো শিশুকে এমন কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না যা না করলে সে তার প্রারম্ভিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেনী) সম্পূর্ন করতে পারবে না।এর অর্থ শিশুটিকে বিদ্যালয়কে কোনো বেতন দিতে হবে না। শিশুটি তার পাঠ্যবই,অন্যান্য পড়াশুনার সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের পোষাক,বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নভোজন প্রভৃতি বিনা ব্যয়ে পাবে।এমন কি শিশুটিকে যদি বিদ্যালয়ে যেতে কোনো যানবাহন ব্যবহার করতে হয় তবে তার ভাড়াও সে পাবে। এছাড়া ও তার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে যে জিনিসের প্রয়োজন হবে সবই বিনামূল্যে পাবে [Sec.3(2) & Model Rule 5(1)]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট নোটিফিকেশন (No 187-SE(Law/S/1A-01/09 14th February,2011) অনুযায়ী কোনো শিশুই তার প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে কোনো রকম খরচ বা ব্যয় বহন করবে না।

কোনো সরকারি বিদ্যালয় (রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত) প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কোনো শিশুর কাছ থেকে কোনো রকম ফিস (fees) নিতে পারবে না। সরকারি অনুমোদিত বিদ্যালয় যারা সরকারি সহযোগিতা পায়, তারা বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য বছরে ২৪০

টাকা পর্যন্ত নিতে পারে। **কিন্তু তাছাড়া** প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য **কোনো শিশুর** কাছ থেকে কোনো রকম ফিস(fees) নিতে **পারবে না।** এক্ষেত্রে কোনো **অভিভাবক** যদি আর্থিক কারণে এই অর্থ দিতে অসমর্থ হন, তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ অনুসন্ধান করে উক্ত অর্থ প্রদানে সহজ উপায় বা মুকুবের সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

৭) **বাধ্যতামূলক শিক্ষা মানে কি? বিনা ব্যয়ে শিক্ষার অধিকার কার জন্য বাধ্যতামূলক ?**

এই আইনের প্রয়োগ **সরকারের** জন্য বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় **সরকার**, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার [Sec.2(h)] দেশের ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে প্রারম্ভিক **শিক্ষার** (প্রথম শ্রেণী থেকে **অষ্টম** শ্রেণী) ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে নিম্নলিখিত **বিষয়গুলি** নিশ্চিত করবে [Sec. 8(a)]

১) **৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত** শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে **প্রারম্ভিক** শিক্ষা।

২) ৬ **বছর** থেকে ১৪ বছর **পর্যন্ত প্রতিটি** শিশুর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত উপস্থিত এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ন করা নিশ্চিত করতে হবে।

৩) এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি **প্রতিবেশী** এলাকায় প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪) পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর **শিশুরা** যাতে বিনা **বাধায় প্রারম্ভিক শিক্ষা** সম্পূর্ণ করতে পারে এবং পারে এবং ঐ শিশুরা যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনোভাবে **কোনো** রকম বৈষম্যের শিকার না হয় সরকার সেটা নিশ্চিত করবে।

৫) বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক-**শিক্ষিকা এবং** শিক্ষা সরঞ্জাম সমেত সমস্ত রকম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে।

৬) শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য [illegible] বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা [illegible]

৭) এই আইনের ধারা অনুযায়ী **সমস্ত** শিশুর জন্য উত্তম মানের **প্রারম্ভিক** শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) নির্দিষ্ট সময়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার **জন্য শিক্ষাক্রম** এবং পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে।

৯) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও কি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে? তারা কোথায় বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে? তাদের শিক্ষার জন্য এই আইনে কি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা আছে?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা "পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি" আইন ১৯৯৬-এর clause (1) Sec 2 এই আইনের [person with disabilities (Equal Opportunities, protection and Full Participation)Act 1996] পঞ্চম অধ্যায়ে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অধিকার পাবে। ঐ আইনের Sec2,Clause (i) অনুযায়ী বিকলাঙ্গ শিশুদের নির্দিষ্ট করা হবে। ১৮-বছর বয়স পর্যন্ত এই শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার পাবে।[Sec.3(2)]

৯) বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে 'ফিস' নিতে পারবে কি?

বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি আগের মতই তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে 'ফিস' নিতে পারবে।এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে যেসব পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেনীর শিশুদের ভর্তি করবে কেবল তাদের ক্ষেত্রে কোনো 'ফিস' নিতে পারবে না।

১০) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

বিনা ব্যয়ে শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর Sec.12 (1) (c) এবং Sec. 18 (3) অনুযায়ী যে সব সংখ্যালঘু বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায় না তাদের Article 30 (1) অনুযায়ী মৌলিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছে এই কারনে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এই সব সংখ্যালঘু বিদ্যালয়গুলিতে "বিনা ব্যয়ে শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯" ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রযোজ্য নয়।

১১) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা NGO পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কি হবে?

ঐ বিদ্যালয়গুলিকেও এই আইন অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম পালন করে চালাতে হবে।

১২) বছরের কোন সময়ে শিশুদের ভর্তি নেওয়া হবে ?

যেকোনো শিশুকে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিদ্যালয়ের ভর্তি করা যাবে। ভর্তির সময় প্রতি বছর-ই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 8(1)] অনুযায়ী, শিশুদের ভর্তির সময় শিক্ষাবর্ষ ঘোষণার পরেও ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। স্টেট রুল [WB State Rule No 8(2)] অনুযায়ী, যে সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে আছে তারা শিক্ষাবর্ষের যেকোনো সময়ে আসলে ভর্তি নিতে অস্বীকার করতে পারবেন না।

১৩) বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুদের নির্বাচন কিভাবে হবে?

সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ঐ বিদ্যালয়গুলির প্রতিবেশী এলাকা থেকে তাদের কাছে ভর্তি হতে আসা সমস্ত শিশুকেই বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ভর্তি নেবে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে আসা পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী শিশুদের এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি নেবে।

ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয় (সরকারি বা বেসরকারি) কোনো শিশুর বা তার পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে পারবে না। [sec.13]

যদি কোনো কারনে কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার নির্দিষ্ট খালি জায়গার তুলনায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় তবে লটারির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে।

- এই ভর্তির নিয়মাবলি পঃ বঃ বিজ্ঞপ্তি নং. 1480-SL/5S-116/2010 Pt-I, তারিখ 09.12.2011 দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সময়ে সময়ে সরকার এই বিষয় নতুন বিজ্ঞপ্তি দিতে পারে।

১৪) শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তির কথা বলা হয়েছে, এখানে বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বলতে কি বোঝাচ্ছে?

৬ বছর বয়সি যে কোনো শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি নিতে হবে। শিশুর বয়স ৬ বছরের বেশী হলে তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে।[sec.4]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [রুল নং. 2(1) C] অনুযায়ী, বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বলতে বোঝানো হচ্ছে-
  - প্রথম শ্রেণীর জন্য ৬ বছর বা তার বেশি কিন্তু ৭ বছরের কম।
  - দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৭ বছর বা তার বেশি কিন্তু ৮ বছরের কম।
  - তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ৮ বছর বা তার বেশি কিন্তু ৯ বছরের কম।
  - চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ৯ বছর বা তার বেশি কিন্তু ১০ বছরের কম।

- পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১০ বছর বা তার বেশি কিন্তু ১১ বছরের কম।
- ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ১১ বছর বা তার বেশি কিন্তু ১২ বছরের কম।
- সপ্তম শ্রেণীর জন্য ১২ বছর বা তার বেশি কিন্তু ১৩ বছরের কম।
- অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১৩ বছর বা তার বেশি কিন্তু ১৪ বছরের কম।

বিঃদ্রঃ বয়সের এই ব্যাখ্যা বর্তমানে এবং ২০১৩ সালের পরবর্তী সময়েও প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকবে।

১৫) ভর্তির সময় শিশুদের বয়স কিভাবে ঠিক করা হবে?

প্রারম্ভিক শিক্ষায় ভর্তি জন্য কোনো শিশুর বয়স তার জন্ম শংসাপত্রের (Birth certificate) ভিত্তিতে স্থির করা যাবে। জন্ম শংসাপত্র বলতে এখানে Birth, Death and Marriage Registration Act, 1886 অনুসারে দেওয়া জন্ম শংসাপত্র বোঝাচ্ছে। বয়স ঠিক করার জন্য রাজ্য সরকার তার রুলের মাধ্যমে জন্ম শংসাপত্রের বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো প্রমাণপত্র নির্দিষ্ট করতে পারে।[sec.14(1)]

কিন্তু বয়সের কোনোরকম প্রমাণপত্র না থাকলেও সেই শিশুকে যে কোনো বিদ্যালয় ভর্তি নিতে বাধ্য থাকবে। [sec.14(12)]

পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 7(1)] অনুযায়ী, নিম্নলিখিত যেকোনো একটির সাহায্যে শিশুদের বয়স ঠিক করা যাবে-

- জন্মের শংসাপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট)।
- হাসপাতালের রেকর্ড।
- উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের রেকর্ড।
- আই. সি. ডি. এস (ICDS) কেন্দ্রের রেকর্ড।

যদি উপরিউক্ত রেকর্ডগুলিও না থাকে তাহলে অভিভাবক বা পিতামাতার লিখিত বয়ান এ ব্যাপারে কার্যকর হবে।
অভিভাবক বা পিতামাতাকে শিশুর জন্মের শংসাপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট) অথবা উপরিউক্ত যে কোনো নথিপত্র শিশুর ভর্তির ছয় (৬) মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ে অবশ্যই জমা করতে হবে। [WB State Rule No 7(2)]

১৬) কোনো শিশু যদি তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার যোগ্য না হয়, অর্থাৎ সে যদি ঐ শ্রেণীর আগের শ্রেণীতে কখনো না পড়ে থাকে বা পড়লেও ঐ শ্রেণীর পড়া ভুলে গিয়ে থাকে তবে তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে কিভাবে পড়ানো যাবে?

৬ বছরের বেশী বয়সি কোনো শিশু, যে কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা কিছুদিন পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে, তাকে তার বয়স অনুযায়ি শ্রেনীতেই ভর্তি করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ শিশুটিকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেনীতে পড়ার উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা (Special Training) ঐ বিদ্যালয়েই করতে হবে। [sec.4]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 2(d)] অনুযায়ী, কোনো শিশু যদি বিদ্যালয়ছুট হয় বা আগের শ্রেণীতে পড়াশোনা না করে থাকে বা কোনোদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, সেই সমস্ত শিশুদের ঐ শূন্যস্থান পূরণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার সময়কাল তিন (৩) মাস থেকে দুই (২) বছর পর্যন্ত হতে পারে। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের মধ্যে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাইরে করা হবে। গুরুতর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বাড়িতেও এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল অনুযায়ী,সমস্ত শিশুরা তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি লক্ষ্য করেন যে কোনো শিশুর বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, তাহলে ওই সার্কেলের প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের কাছে জানাবেন এবং সেইসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিশুদের অবিভাবক বা পিতামাতাদেরকেও তাদের শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সম্পর্কে জানাবেন।[WB State Rule No 3(2)]

- সার্কেল প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মাসিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। এদের চাহিদার ভিত্তিতে বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। [WB State Rule No 3(3)]

- বিশেষ প্রশিক্ষণের সময়সীমা কমপক্ষে ৩ মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে।[WB State Rule No 3(4)]

বিঃ দ্রঃ- বিশেষ প্রশিক্ষণের (Special Training) সেই সব শিশুদের জন্য যারা বিদ্যালয়ছুট বা কোনদিন বিদ্যালয়ে যায়নি এবং এখন তারা বয়স নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে, এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার ঘাটতি পূরণের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার সময়সীমা ৩ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

১৭) কোনো শিশু যদি ১৪ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করতে না পারে তবে সে কি ১৪ বছর বয়সের পরেও বিনা ব্যয়ে পড়াশুনা করতে পারবে?

৬ বছরের বেশী বয়সি কোনো শিশু যদি বিনা ব্যয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কোনো বিদ্যালয় ভর্তি হয় এবং সে যদি তার ১৪ বছর বয়স সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে না পারে তবে ঐ শিশু তার ১৪ বয়সের পরেও বিনা ব্যয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারবে।[sec.4]

১৮) ক্যাপিটেশন ফি কাকে বলে? ভর্তির সময় শিশুদের কোনো ক্যাপিটাশন ফি দিতে হবে কিনা?

যে কোনো বিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে সমস্ত 'ফিস' (fees) নিচ্ছে সেগুলি ছাড়া যেকোনো রকম অনুদান বা অন্য কোনো নামে কোনো টাকা পয়সা যদি বিদ্যালয় বা কোনো ব্যক্তি কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য দাবি করে তাহলে ঐ ধরনের টাকা পয়সার দাবিকে ক্যাপিটেশন ফিস (Capitation fees) বলা হবে।[sec.2(b)] কোনো শিশুকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি ক্যাপিয়াটেশন 'ফিস' দাবি করতে পারবে না।

পঃ বঃ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং 86-SSE/11/ES/S/IA-01/2009 25th February-2011 অনুযায়ী কোনো শিশুকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি ক্যাপিয়াটেশন 'ফিস' দাবি করতে পারবে না

কোনো বিদ্যালয় যদি এইভাবে ক্যাপিটেশন 'ফিস' নেয় তবে সেই বিদ্যালয়কে গৃহীত ক্যাপিটেশন 'ফিস' এর পরিমানের দশগুন জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। [sec.13(2)a]

১৯) শিশুদের ভর্তির সময় শিশুদের বা তার বাবা-মাকে নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে হবে কিনা? যদি নির্বাচনী পরীক্ষা না থাকে সেই পরিস্থিতি কোনো কারনে অনেক শিশুর মধ্যে কিছু শিশুকে ভর্তির জন্য বেছে নিতে হয় তবে কিভাবে সেটা করে যাবে?

ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয় (সরকারি বা বেসরকারি) কোনো শিশুর বা তার পিতা- মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে পারবে না।[sec.13(1)]

যদি কোনো বিদ্যালয় কোনো শিশুর ভর্তির জন্য তার বা পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নেয় তবে ঐ বিদ্যালয়কে প্রথম বারের জন্য ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে এবং দ্বিতীয়বার থেকে ঐ কাজের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। [sec.13(2)b] যদি কোনো কারনে কোনো বিদ্যালয়ে

ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার খালি জায়গার তুলনায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় তবে লটারীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে।

পঃ বঃ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং 86-SSE/11/ES/S/IA-01/2009 25th February-2011 অনুযায়ী ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয় (সরকারি বা বেসরকারি) কোনো শিশুর বা তার পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে পারবে না।

২০) বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম কি হবে এবং ঐ পাঠ্যক্রম কারা ঠিক করবেন?

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক অথরিটি প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করবে।[sec.29(1)]

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে অ্যাকাডেমিক অথরিটি পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করবেনঃ[sec.29(2)]

১)ভারতীয় সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে মিল বা সাযুজ্য।

২) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ

৩) শিশুদের মধ্যে জ্ঞান , সম্ভাবনা এবং প্রতিভার বিকাশ।

৪) শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ।

৫) নতুন কিছু খোঁজ করা, আবিষ্কার করা এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শেখা। শেখার পরিবেশ হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শিশুকেন্দ্রিক।

৬) শেখার ভাষা যতদূর সম্ভব শিশুর মাতৃভাষাই হবে।

৭) শিশুদের মন থেকে সমস্ত রকম ভয় এবং আশঙ্কা দূর করতে হবে। প্রত্যেক শিশু যাতে স্বাধীনভাবে তার কথা বলতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮) শিশু কতটা শিখতে পারছে বোঝার জন্য ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়ণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২১) এই আইন কি পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলছে? তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আদৌ শিখছে কিনা কিভাবে বোঝা যাবে?

এই আইন তথাকথিত পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা বন্ধ করতে বলেনি। বরং এই আইনে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী

কতটা শিখছে তার মূল্যায়ণ বছরে দু'বার বা তিনবার পরীক্ষার মাধ্যমে না করে সারা বছর ধরে মূল্যায়ণ করার কথা বলেছে। ঐ মূল্যায়ণের ফল অনুযায়ী প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষার উপর আলাদা করে নজর দিতে বলছে। শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ঐ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফল নিবন্ধিকৃত করে রাখতে হবে। যখন যে ছাত্র/ ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবে তখন ঐ ছাত্র /ছাত্রীর পুঞ্জীকৃত মূল্যায়ন রেকর্ডের (Cumulative Record) ভিত্তিতে তাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য শংসাপত্র দিতে হবে। [sec.16.sec.29(1)h&sec.30]

২২) কোনো শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ভালোভাবে শেষ করতে না পারলে কোনো শিশুকে ঐ শ্রেণীতে আর এক বছর রেখে দেওয়া যাবে কি?

প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে কোনো শিশুকেই এক বছরের বেশী কোনো শ্রেণীতে আটকে রাখা যাবে না।[sec.16] এই নিয়মাবলী সরকারি ও বেসরকারী উভয় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৩) শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অন্য কোনো কারনে কোনো শিশুকে কোনো বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া যাবে কি?

কোনো কারনেই কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে কোনো বিদ্যালয় থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষার থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।[sec.16]

২৪) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করার পরে কোনো বোর্ডের পরীক্ষা বা অন্য কোনো রকম পরীক্ষা হবে কি? যদি না হয় তবে কিভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষের বা প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষের শংসাপত্র দেওয়া হবে?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করার পর কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে কোনো বোর্ডের পরীক্ষা বা অন্য কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীটির যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে তার রেকর্ডের ভিত্তিতেই ছাত্র/ছাত্রীকে প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষের শংসাপত্র দেওয়া হবে।[sec.30]

অষ্টম শ্রেণি পাশের পর কোনো বোর্ডের পরীক্ষা হবে না। পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 18(1,2)] অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণী (প্রারম্ভিক শিক্ষা) শেষ করার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক শিশুকে অষ্টম শ্রেণী পাশের শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

২৫) বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের কোনো রকম শাস্তি দেওয়া যাবে কি?

কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিশুর উপরেই শাস্তির নামে শারীরিক অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তবে তার জন্য দায়ী শিক্ষক/ শিক্ষিকার উপর তার সার্ভিস রুল অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[sec.17]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই আইন অনুযায়ী শারীরিক অত্যাচার এবং মানসিক নির্যাতনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং-09 SE(S)-SL/SS-116/10) এই বিজ্ঞপ্তি নিম্নরূপ

শারীরিক অত্যাচার হল কোনো পড়ুয়ার উপর যে কোনোভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া বা আঘাত করা যেমন, বেত দিয়ে বা ধাতব বস্তু দিয়ে মারধর এর মধ্যে অন্তর্গত। পড়ুয়াকে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে সপাটে মারধর করা, চড় মারা, চিমটি কাটা, চুল ধরে টানা ইত্যাদিও শারীরিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে।

মানসিক নির্যাতন হল ইচ্ছাকৃত বা সচেতনভাবে পড়ুয়ার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা যা তার বৈদ্ধিক ও মানসিক স্বাস্থের ক্ষতি করে। কোনো পড়ুয়াকে কটাক্ষ করা, কথার দ্বারা আঘাত করা ও অন্যদের সামনে তার মর্যাদাহানি করাও মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

কোনো পড়ুয়ার উপর শারীরিক অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতন হলে তার বাবা-মা বা অবিভাবক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

২৬) ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম কি?

যে কোনো শিশু, যে কোনো বিদ্যালয়ে (যেখানে সে এই আইন অনুযায়ী বিনা মূল্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা পেতে পারবে) ভর্তি হবার জন্য তার বর্তমান বিদ্যালয়ের কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer Certificate) চাইতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাশিক্ষিকা তাকে সেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে।[Sec.5]

এইভাবে শিশুটি অন্য যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইবে, সেই বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পেতে দেরি হচ্ছে এই কারণে তাকে ভর্তি নিতে দেরী করা চলবে না [Sec.5]

২৭) ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে এই আইনে কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

এই আইনে ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি কিন্তু এই আইন বলছে যে রাজ্য সরকার চাইলে ঐ শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।[Sec.11]

রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি (নং-1114-SE(Law)/S/1A-01/09-3rd July,2012 & 14.08.2012) জারি করে জানিয়েছেন যে কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী ভুক্ত ৫ (পাঁচ) বছর বা তার বেশী কিন্তু ৬ (ছয়) বছরের কম শিশুরা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ (২০১৩) থেকে অতিরিক্ত ইউনিট হিসাবে প্রি-প্রাইমারী শ্রেণীতে ভর্তি হবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বিদ্যালয়ের সিট সংখ্যার থেকে বেশী হয় তাহলে সমস্ত আবেদনকারী অবিভাকদের উপস্থিতিতে ভর্তির জন্য লঠারি করতে হবে। কিন্তু শিশুদের কোনো রকমের ভর্তির পরীক্ষা বা অবিভাবকদের কোনোরকম টেস্ট বা পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। যদি বিদ্যালয়ে কোনো আইন বিরোধী কাজ হয়-তাহলে প্রধান শিক্ষক এই নিয়মানুবর্তিতামূলক আচরণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন।

রাজ্যসরকার আরও জানিয়েছেন যে আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০১৩ থেকে সমস্ত ৬ বছর বয়সি শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবে। এই ভর্তিকরন হবে ওই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রি-প্রাইমারী ইউনিট থেকে। কোনো পরিস্থিতিতেই ভর্তির পরীক্ষা বা টেস্ট নেওয়া যাবে না। এবং এই ধরনের প্রি-প্রাইমারী ইউনিটের ক্লাস শুরু হবে আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০১৩ থেকে। যদি স্কুলের নির্দিষ্ট ভর্তির জায়গার চেয়ে ছাত্র- ছাত্রী সংখ্যা বেশী হয় তবে লটারির মাধ্যমে তাদের নির্বাচন করা হবে। (পঃ বঃ সঃবিজ্ঞপ্তি নং 628-SE (Pry)/10M-186/2010 dated 12.10.2011,1435-(59)-SE(P)/5S-116/10(Pt-I) এবং 1480-SL/5S-116/2010(Pt-I) dated 09.12.2011)

২৮) শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাবা-মা এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব কি?

এই আইন বলছে বাবা-মা বা আভিভাবকের দায়িত্ব এবং তাদের ৬-১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং বিদ্যালয়ে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কিন্তু বাবা-মা বা আভিভাবক এই দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারেন তবে তাদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই আইনে নেই।[Sec.10]

২৯) পরিযায়ী (Migrant) শ্রমিক পরিবারের শিশুদের জন্য কিভাবে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে?

এই শিশুরাও অন্য শিশুদের মত বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারী। স্থানীয় সরকারের [sec.2(h)] দায়িত্ব এই শিশুদের চিহ্নিত করে এদের জন্য এই আইন অনুযায়ী বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।[Sec.9(k)]

৩০) বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি (NGO) যে ব্রীজ কোর্স চালায়, এই আইন চালু হওয়ার পরে সেগুলি কি বন্দ করে দিতে হবে?

এই আইন কোনোভাবেই সরকারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের সাহায্য নিতে নিষেধ করছে না।

৩১) শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব কি কি

- প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মমত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন।
- সময়মত নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম পড়ানো শেষ করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীর শেখার ক্ষমতা বুঝে সেই অনুযায়ী, শিক্ষায় উন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করতে হবে।[Sec.21(1)]
- যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন না করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সার্ভিস রুল অনুয়ায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁকে তাঁর পক্ষ সমর্থনে কথা বলবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।[Sec.24(2)]

পঃ বঃ সঃ রুল [WB State Rule No 16] অনুযায়ী শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Comprehensive Evaluation) ফল (Cumulative Record) নিবন্ধিকৃত করে রাখতে হবে। যখন যে ছাত্র/ ছাত্রী প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ করবে তখন ঐ ছাত্র /ছাত্রীর পুঞ্জীকৃত মূল্যায়ন রেকর্ডের (Cumulative Record) ভিত্তিতে তাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য শংসাপত্র দিতে হবে। এছাড়াও শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও করতে হবে

ক) শিক্ষক/ শিক্ষিকার মতে যে শিশুর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে তার সম্বন্ধে ঐ শিশুর

অভিভাবককে ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটিকে জানাবে।

খ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যোগদান করবে।

গ) শিশুদের পাঠ্যক্রম/ সিলেবাস, পাঠ্যবই ও ট্রেনিং মডিউল তৈরীতে অংশগ্রহণ করবে।

৩২) প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কি হবে? যদি কোনো বিদ্যালয়ে এই আইনে নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা না থাকেন তবে কত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত) ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকবেন। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতি শ্রেণীতে একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুপাত হবে ৩৫:১। [Sec.19 & the Schedule of the act] । এই আইন হওয়ার তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিশ্চিত করবে [Sec.25(1)] । এই ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুপাত নিশ্চিত করতে গিয়ে এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে অন্য বিদ্যালয়ে বা অফিসে নিয়ে গিয়ে কাজ করানো চলবে না [Sec.25(2)] ।

৩৩) কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ কত সংখ্যার বেশী খালি রাখা যাবে না?

যে সমস্ত বিদ্যালয় রাজ্য সরকার [Sec.2(h)] দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত বা যে সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনায় রাজ্য বা স্থানিয় সরকার বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য দেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের/শিক্ষিকাদের শূণ্যপদের পরিমাণ যাতে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যার ১০ শতাংশের বেশী কখনোই না হয় সেটা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ (Appointing Authority) নিশ্চিত করবেন।[Sec.26]

৩৪) শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা কি থাকতে হবে?

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা কি হবে তা কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমিক অথরিটি (কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত) ঠিক করবেন। সব রকমের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বলবৎ হবে।[Sec.23(1)]

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি রাজ্য সরকারের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। (wbsed.gov.in)

৩৫) যদি ঐ ন্যূনতম যোগ্যতা আছে এমন শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় সংখ্যায় না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে?

যদি কোনো রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকে বা নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষিক/শিক্ষিকা যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায় তবে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঐ যোগ্যতামান পাঁচ বছরের জন্য শিথিল করতে পারেন।[Sec.23(2)]

৩৬) যে শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই নিযুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে কারো যদি ঐ নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকে তাহলে কি হবে?

সেইসব শিক্ষক/শিক্ষিকা যারা এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই নিযুক্ত হয়েছেন তাদের কারো যোগ্যতা যদি অ্যাকাডেমিক অথরিটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতার কম থাকে, তবে এই আইন চালু হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ঐ ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে।[Sec.23(2)] কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকদের (Management) দায়িত্ব হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ শিক্ষকদের/শিক্ষিকাদের ঐ ন্যূনতম যোগ্যতামান অর্জন করিয়ে নেওয়া।

পঃ বঃ সঃ বিজ্ঞপ্তি নং. 389(38)-SE(EE)/PTT-7/11 Dated:13.08.12 এ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে।

৩৭) শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে কি?

কোনো শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোনো কাজকর্মে নিয়োগ করা যাবে না। তবে সরকারি জনগণনা, নির্বাচনের কাজ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণের কাজে নিয়োগ করা যাবে।[Sec.27]

৩৮) শিক্ষক/শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন কি?

প্রারম্ভিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কোনো শিক্ষক -শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না। [sec.28]

- পঃ বঃ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং 189/SE(Law)/S/1 A-01/09-14th February 2011 অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষিকা কে প্রাইভেট টিউশন করা থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হবে।

যদি কোনো শিক্ষক /শিক্ষিকাকে প্রাইভেট টিউশন করতে দেখা যায় তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

৩৯) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বা School Management committee (SMC) কোন কোন বিদ্যালয়ে তৈরী করতে হবে?

একমাত্র বেসরকারি বিদ্যালয় (যারা কোনরকম সরকারী সাহায্য পায় না) ছাড়া প্রতিটি প্রাথমিক (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী) এবং উচ্চ প্রাথমিক (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) তৈরি করতে হবে। এই কমিটি প্রতি তিন বছর অন্তর পুনর্গঠন হবে। [Sec. 21(1)] & [WB State Rule No 13(1)]

- পঃ বঃ সরকারের রুল অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) প্রতি দুই (২) মাস অন্তর মিটিং করবে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ হবে এবং তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হবে। প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের এই কমিটি মিটিং আহ্বান করবার অধিকার থাকবে। [WB State Rule No 13(2&3)]

৪০) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি কিভাবে তৈরী হবে?

যে কোনো বিদ্যালয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা, এলাকার কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্য (নির্বাচিত প্রতিনিধি) এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এই কমিটির সদস্য হবেন : ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ অর্ধেককে মহিলা হতে হবে। ব্যবস্থাপক কমিটির অন্ততঃ ৭৫ শতাংশ সদস্য হবেন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা। আবার অভিভাবকদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে আসবেন।[sec.21(1)]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 13 (2) এবং সিডিউল-III) অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী) ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) গঠন হবে কমপক্ষে ১২ জন সদস্যকে নিয়ে, তারা হলেন-

- বিদ্যালয়টি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত হলে সেখানকার গ্রাম সভা দ্বারা নির্বাচিত ১ জন সদস্য।
  অথবা, বিদ্যালয়টি মিউনিসিপালিটি এলাকায় অবস্থিত হলে সেখানকার ওয়ার্ডের নির্বাচিত ১ জন কাউন্সেলর।
  অথবা, বিদ্যালয়টি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত হলে সেখানকার নির্বাচিত ১ জন কমিশনার।
- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা।
- ১০ জন অভিভাবক প্রতিনিধি যাদের শিশুরা ঐ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠরত (শ্রেণী অনুযায়ী)-
  - প্রথম শ্রেণী থেকে ২ জন (১ জন সাধারন জাতি এবং ১ জন তফসিলি জাতি)।
  - দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ২ জন (১ জন সাধারন জাতি এবং ১ জন তফসিলি উপজাতি)।
  - তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৩ জন (১ জন সাধারন জাতি, ১ জন "ক" শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য

পিছিয়ে পড়া জাতি এবং ১ জন তফসিলি জাতি)।

- চতুর্থ শ্রেণী থেকে ৩ জন (২ জন সাধারন জাতি এবং ১ জন "খ" শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি)।

বিঃদ্রঃ- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির (School Management Committee) সমস্ত সদস্যের অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা হতে হবে।

উচ্চ প্রাথমিক (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি গঠন হবে **"ম্যানেজমেন্ট অফ রেকগ্নাইজ্ড নন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন রুল, ১৯৬৯"** অনুযায়ী।

৪১) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির কাজ কি ? এই কমিটির ক্ষমতা কতখানি?

প্রতিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য উন্নয়ণ পরিকল্পনা (School Development Plan) তৈরী করবে। এই উন্নয়ণ পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার [sec.2(h)] ঐ বিদ্যালয়ে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে।

এছাড়াও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজকার্মের তদারকি করবে এবং সরকারি বা বেসরকারি অনুদান বিদ্যালয়ে কিভাবে খরচ হচ্ছে তার তদারকি করবে।[sec.21(2) & sec.22]

কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলিও থাকতে পারেঃ

- শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুদের ঠিক কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেই অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার , শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং শিশুর পিতা -মাতা/ অভিভাবকদের দায়িত্ব কি সে সম্বন্ধে সাধারন মানুষের মধ্যে প্রচার।
- ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারা যাতে নিয়মিত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম পড়ানো শেষ করেন এবং প্রাইভেট টিউশন না করেন সেটা নিশ্চিত করা।
- নির্বাচন, জনগননা এবং ত্রানের কাজ ছাড়া শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের যাতে শিক্ষাদানের বাইরে অন্য কোনো কাজ না দেওয়া হয় তার তদারকি করা।
- বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার সমস্ত শিশুরা যাতে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে সেটা নিশ্চিত করা।
- এই আইনের ধারা অনুযায়ী সমস্ত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা যাতে বিদ্যালয়ে থাকে সেটা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের অধিকার হননের যেকোনো ঘটনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।

- বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে সমস্ত শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করা এবং সেই বিশেষ প্রশিক্ষণ ঐ বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করন, ঐ বিদ্যালয়ে তাদের পড়াশুনার জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা, এবং তারা প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করছে কিনা তার তদারকি করা।
- ঐ বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের তদারকি করা।
- ঐ বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব তৈরী করা।

- পঃ বঃ সরকারের রুল অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) প্রতি দুই (২) মাস অন্তর মিটিং করবে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ হবে এবং তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হবে। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার এই কমিটি আহ্বান করবার অধিকার থাকবে। [WB State Rule No 13(2&3)]
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) জনসাধারণের কাছে ওই বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত হওয়া শিশুদের বিবরণ দেবেন।[WB State Rule No 5(6)]
- প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষের অন্তত তিন মাস আগে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি একটি " বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা (School Development Plan)" তৈরি করবেন।

৪২) প্রতিটি শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কি কি করবেন ?

- <u>কেন্দ্রীয় সরকার কি কি করবেন?</u>
  - অ্যাকাডেমিক অথরিটি নিয়োগ করে জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা স্থির করবে।
  - শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের ন্যূনতম যোগ্যতা স্থির করবে এবং শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষনের স্তর ঠিক করবেন।
  - রাজ্য সরকারকে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, পরিকল্পনা, গবেষণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য করবেন।[sec.7]

- **রাজ্য সরকার কি কি করবেন?**
  - রাজ্য সরকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবেন।
  - ৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
  - রাজ্য সরকার প্রতিটিএলাকার (Neighbourhood) আইন নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো , শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবেন।
  - রাজ্য সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবেন।
  - দূর্বলতর শ্রেনী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেনী থেকে আসা শিশুরা যাতে তাদের বিদ্যালয়ে কোনোভাবেই বৈষম্য, আলাদা ব্যবহার বা দূর্ব্যবহারের শিকার না হয় সেটা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবেন।
- **স্থানীয় সরকার (পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত) [sec.2(h)] কি কি করবেন?**
  - এই আইন চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রত্যেকটি জনবসতির এক কিমির মধ্যে একটি করে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় (যদি না থাকে) স্থাপন করবেন।
  - স্থানীয় সরকার তার এলাকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যলয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবেন।
  - ৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেনীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
  - স্থানীয় সরকার প্রতিটি এলাকায় (Neighbourhood) আইন নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো , শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবেন।
  - স্থানীয় সরকার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

- স্থানীয় সরকার তার অঞ্চলের প্রতিটি ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুর তথ্য নিয়মিত ভাবে রাখার ব্যবস্থা করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার এলাকায় অন্য জায়গা থেকে কাজের খোঁজে আসা পরিবারগুলির প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার এলাকায় চলা প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের নিয়মিত তদারকি করবেন।[sec.9]

- পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বলতে এই রুলে বোঝানো হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় "পঞ্চায়েত সমিতি" এবং শহর এলাকায় "মিউনিসিপালিটি" বা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় "বোরো"। এছাড়া বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ। [WB State Rule No. 2(k)]
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় বলতে বোঝানো হয়েছে শহর এলাকায় মিউনিসিপালিটি ও মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়। এবং গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত বিদ্যালয়। [WB State Rule No . 2(n)]
- রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকারের (পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটি) দ্বারা সার্কেল লেভেল রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে সমস্ত শিশুদের জন্ম থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত লিখিত বিবরণ রাখবেন।[WB State Rule No 5(1)]
- গ্রামের কিংবা শহরের স্থানীয় জন্ম তালিকাভুক্তকরণ কর্তৃপক্ষ সমস্ত শিশুদের জন্ম সমন্ধিত বিবরণ দিতে দায়িত্বশীল হবেন। [WB State Rule No 5(2)]
- স্থানীয় সরকার বা লোকাল অথোরিটি এই বিবরণ প্রতিবছর সংযোজন করবেন পরিবার পরিদর্শনের বা সার্ভের মাধ্যমে। জনসাধারণের জানার জন্য, এই রুল কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে ওয়েবসাইটে সমস্ত শিশুদের তথ্য পাওয়া যাবে।[WB State Rule No 5(3)]
- প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে কিনা, উপস্থিতির হার এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করা স্থানীয় সরকারের একটি প্রধান কাজ। [WB State Rule No 5(4)]
- একটি প্রধান কাজ হল, ওই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যালয় আছে কিনা তা লক্ষ্য করা। আর যদি না থাকে এই তাহলে স্টেট রুলের শর্ত মেনে চাহিদা অনুযায়ী নতুন বিদ্যালয় খোলা বা বিদ্যালয়ের উন্নয়ণ করা।[WB State Rule No 2(m)]

৪৩) নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠান গুলি কিভাবে সরকার, বিদ্যালয়, শিশু এবং অভিভাবক কে সাহায্য করতে পারে?

বিদ্যালয় স্তরে সাহায্য
✤ কোনো শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে না তা সুনিশ্চিত করা। ✤ সকল শিশুরা বিদ্যালয়েই আছে তা সুনিশ্চিত করা। ✤ সকল শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে তা সুনিশ্চিত করা। ✤ শিশুরা বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা এবং সুস্থতা বজায় রাখছে তা সুনিশ্চিত করা। ✤ শিশুদের উন্নতমানের মিড ডে মিল সরবরাহ করা হচ্ছে তা সুনিশ্চিত করে। ✤ শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিস্কার ও সুরক্ষিত স্থানে মিড ডে মিল খাচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা।
শিশুদের সাহায্য
✤ শিশুদের বন্ধুদের সাথে মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য অনুপ্রানিত করা। ✤ শিশুদের বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিতি ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। ✤ বাড়িতে শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে সতর্ক থাকা। ✤ বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে প্রাইভেট টিউশন না নিতে বাধ্য করা। ✤ শিক্ষার উন্নতি ছাড়াও শিশুদের সার্বিক উন্নতি সুনিশ্চিত করা।
অভিভাবকদের সাহায্য
✤ শিশুদের সাথে বা অন্য কারো সাথে কথা বলবার সময় অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কটু কথা বা নোংরা ভাষা ব্যবহার না করতে বাধ্য করা। ✤ শারীরিক বা মানসিক শাস্তি যে কোনো শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পদক্ষেপ নয়- এই সত্যতা এবং শিশুদের এই শাস্তির কুপ্রভাব সম্পর্কে অভিভাবক/ পিতামাতাদের অবহিত বা সচেতন করা। ✤ শারীরিক বা মানসিক শাস্তি বা নির্যাতন পরিত্যাগ করতে অভিভাবক/ পিতামাতাকে বাধ্য করা। ✤ শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অভিভাবক/পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে পরামর্শ দান করা। ✤ অভিভাবক/ পিতামাতাকে বিদ্যালয়ের সভাগুলিতে উপস্থিত হতে পরামর্শ দান করা।

- অভিভাবক-অভিভাবিকদের বিদ্যালয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখার উপদেশ দান করা।

৪৪) গ্রাম সভায় নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠানের কি কি ভূমিকা হবে?

গ্রাম সভায় নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হল যে গ্রাম সভা স্তরে "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার আইন"সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং এই আইন অনুযায়ী পরিপেক্ষিতে বিদ্যালয় বিষয়ক উন্নয়ণ পরিকল্পনা করতে বিদ্যালয়কে সহায়তা করা।

৪৫) বিধি/আইনভঙ্গকারী ঘটনাগুলি প্রেরণের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠান/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির পদক্ষেপ কি হবে?

এটা ধরে নেওয়া যায় যে অধিকাংশ অভিযোগই বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি স্তরে নিজেরা সমাধান করে নেবে। তবুও আইনভঙ্গকারী ঘটনাগুলি সনাক্তকরণ এবং অধিকাংশ সময়ে সেগুলির নির্দিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠান গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদি কোন অভিযোগ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি স্তরে পাঠানো/জানানো না যায় তবে সেই অভিযোগটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানাতে হবে। যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো অভিযোগটির ভিত্তিতে নেওয়া পদক্ষেপ অভিযোগকারীর কাছে সন্তোষজনক না মনে হয় তাহলে অভিযোগকারী REPA (Right to Education Protection Authority) বা SCPCR (State Commission for Protection of Child Rights) /NCPCR এর কাছে আবেদন জানাতে পারেন:

ক্র.স.	বিধি/আইনভঙ্গ	কাকে আবেদন জানাবেন?
1	ভরতিকরণ অগ্রাহ্য করা হলে/ভরতি নিতে অস্বীকার করলে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এর নকল পাঠাবেন REPA/ SCPCR/ NCPCR কে।
2	শিক্ষার্থীদের থেকে ফিস্ (Fees) দাবী করলে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি অভিযোগ সমাধানে ব্যর্থ হলে, এই অভিযোগ পত্র পাঠানো যাবে REPA/SCPCR/ NCPCR এর কাছে।

3	ভর্তির সময় নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে।
4	শ্রেণীতে শিক্ষক বা শিক্ষিকার অনুপস্থিতি	প্রাথমিকভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটিকে জানানো এবং একই সময়ে এই আবেদনের নকল পাঠান যেতে পারে পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে।
5	শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি এই বিষয়টি পরিচালনা করবে। প্রয়োজন হলে FIR দায়ের করা এবং CWC র দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একই আবেদনের নকল পাঠানো যেতে পারে REPA/ SCPCR/ NCPCR এর কাছে।
6	বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সম্বন্ধিত	এই বিষয়টি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ REPA/SCPCR/ NCPCR কে জানাতে হবে এবং আলোচনা করতে হবে।
7	নিম্নমানের মিড ডে মিল সম্বন্ধিত	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এর নকল পাঠাবেন REPA/ SCPCR/ NCPCR কে।
8	নিম্নমানের ছাত্রঃশিক্ষক অনুপাত সম্বন্ধিত	এর জন্য আবেদন করতে হবে REPA (Right to Education and Protection Authority)/ SCPCR (State Commission for Protection of Child Rights)/ NCPCR (Natinal Commission for Protection of Child Rights) কে।
9	শিখণ সংক্রান্ত সরঞ্জামের অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি/ পঞ্চায়েত প্রধান/ জেলা পরিদর্শক (প্রা./মা.)/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এর নকল পাঠাবেন REPA/ SCPCR/ NCPCR কে।
10	শিক্ষক/ শিক্ষিকার প্রাইভেট টিউশনে জড়িত থাকা সম্বন্ধে	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির কাছে।

৪৬) "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার আইন" লঙ্ঘিত হলে কোন অভিযোগকারী মামলা করতে পারবেন কি? কোন কোর্টে এ বিষয় নিয়ে যাওয়া যাবে কি এবং কে যেতে পারবেন?

যেহেতু "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার আইন"একটি আইন এবং মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত, এটি দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে ন্যায্যতালাভের অধিকারভুক্ত। অভিযোগের চরিত্র বিচারে যে কেউ দেশের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে হাইকোর্টে/সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন।

৪৭) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয় ছাড়া যে কোনো বিদ্যালয় চালাতে হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই অনুমোদন কি ভাবে পাওয়া যাবে?

এই আইন বলবৎ হওয়ার আগে যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলির কোনোটিতে যদি এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবস্থার কোনোটি না থাকে তবে ঐ বিদ্যালয় আগামী তিন বছরের মধ্যে নিজ ব্যয়ে এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবে এই শর্তে ঐ বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হবে।[sec.19]

সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঐ ধরনের বিদ্যালয়গুলি, যেগুলি এই আইন চালু হওয়ার আগে স্থাপিত হয়েছে, তাদের কোনোটিতে যদি ঐ ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবস্থা না থাকে তবে সে ক্ষেত্রেও সরকার এই আইন কার্যকর হওয়ার তিন বছরের মধ্যে ঐসব বিদ্যালয়ে এই আইনের সিডিউল অনুযায়ী ন্যূনতম পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে।[sec.8(g)]

রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে যে রুল তৈরী করবে সেই রুল অনুযায়ী দরখাস্ত করে এই অনুমোদন (Certificate of Recognition) নিতে হবে। এই আইনের শিডিউলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে যে ন্যূনতম পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকার কথা বলা হয়েছে সেই ব্যবস্থাগুলির সমস্ত যদি কোনো বিদ্যালয়ে না থাকে তবে সেই বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হবে না।[sec.19] এছাড়াও রাজ্য সরকারের রুল [WB State Rule No 10] অনুযায়ী সব অননুমোদিত স্কুলকে স্বীকৃতি সার্টিফিকেটের (Certificate of Recognition) জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল পরিদর্শককের কাছ আবেদন জানাতে হবে। এই আবেদন সরাসরি রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.wbsed.gov.in) করা যেতে পারে এবং আবেদনের প্রক্রিয়াকরণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হবে।

৪৮) সরকার কখন এই অনুমোদন তুলে নিতে পারে?

যে যে শর্তে বিদ্যালয় চালানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে সেই শর্তগুলির কোনোটি পালিত না হলে যে কোনো সময়ে অনুমোদন তুলে নেওয়া যেতে পারে । অনুমোদন তুলে নিলে সরকার সেই সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিবেশী এলাকার কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবে সেটাও ঠিক করে দেবে।

এভাবে অনুমোদন তুলে নেওয়ার আগে অবশ্যই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শোনা হবে।[Sec.19]

পঃ বঃ সরকারের স্টেট রুল [WB State Rule No 11(1)] অনুযায়ী, যদি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা কোনো প্রতিনিধির নিকট কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত কারন দেখিয়ে লিখিতভাবে আবেদন করেন যে, কোনো বিদ্যালয়ে " বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন" বা অনুমোদন সংক্রান্ত শর্ত বা শর্তাবলী গুলি লঙ্ঘিত হয়েছে, তাহলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্টেট রুল [WB State Rule No 11(1)a] অনুযায়ী ঐ বিদ্যালয়কে উপযুক্ত কারন দেখিয়ে নোটিশ জারি করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক যে সব কারনের জন্য আইন বা স্টেট রুলের শর্ত বা শর্তাবলী লঙ্ঘিত হয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার জবাবদিহি করতে পারেন নোটিশ দেওয়ার ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে। স্টেট রুল [WB State Rule No 11(1)b] অনুযায়ী, যদি ঐ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময়ের মধ্যে কোনো উত্তর (জবাব) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট দিতে না পারেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ৩ জন থেকে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। তারা বিদ্যালয়টিকে পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিবেদন করবেন।

পঃ বঃ সঃ স্টেট রুল [WB State Rule No.11(2)] অনুযায়ী, এই তদন্ত কমিটি তৈরির ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে লঙ্ঘিত আইন বা স্টেট রুল সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তদন্ত করবেন এবং তার ১৫ দিনের মধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে তার প্রতিবেদন দেবেন।

পঃ বঃ সঃ স্টেট রুল [WB State Rule No 11(3)a] অনুযায়ী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমস্ত প্রতিবেদন বিচার বিবেচনার পর বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার (District Project Officer) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে সুপারিশ করবেন ওই বিদ্যালয়ের অনুমোদন তুলে নেওয়ার জন্য। স্টেট রুল [WB State Rule No 11(3)b] অনুযায়ী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ব্যাপারে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

পঃ বঃ সঃ স্টেট রুল [WB State Rule No 11(4)] অনুযায়ী, কোনো বিদ্যালয়ের অনুমোদন তুলে নেওয়ার পর ওই বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হবে। অবিভাবক বা পিতামাতার দায়িত্ব থাকবে তাদের শিশু বা শিশুদের প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করাবেন এবং প্রতিবেশী

বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকারা "ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (TC)" ছাড়া সেইসব শিশুদের ভর্তি করতে অস্বীকার করতে পারবে না।

৪৯) অনুমোদন ছাড়া বিদ্যালয় চালালে কি হবে?

কোনো ব্যক্তি যদি এই অনুমোদন ছাড়া (Certificate of Recognition) বা অনুমোদন তুলে নেওয়ার পর কোনো বিদ্যালয় স্থাপন করেন বা চালান তবে তার এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।তার পরেও বিদ্যালয়টি চালাতে থাকলে প্রতিদিন বিদ্যালয় চালানোর জন্য ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা হতে থাকবে।[Sec.19]

৫০) সরকারি বিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিদ্যালয়কেও কি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে সরবরাহ করতে হবে?

এই আইন অনুযায়ী সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, বেসরকারি প্রভৃতি সমস্ত ধরনের প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানকারি বিদ্যালয়কে তাদের বিদ্যালয় সমন্ধীয় সমস্ত তথ্য প্রয়োজনমত রাজ্য সরকারকে [Sec.2(H)] সরবরাহ করতে হবে।[Sec.12(3)]

সারা দেশেই ১৯৯৫ সাল থেকে District Information System on Education (DISE) নামে শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য নিবন্ধিকরণের পদ্ধতি কার্যকর হয়ে গেছে। দেশের সমস্ত বিদ্যালয়কে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে জেলার শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রতি বছর বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় তথ্য জমা করতে হয় এই তথ্য কম্প্যুটারের মাধ্যমে নিবন্ধিকৃত হয়ে থাকে এবং যেকোনো সময় যে কেউ এই তথ্য পেতে পারেন। এই তথ্যের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক ভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার অবস্থা জানা সম্ভব।

এই আইনের ফলে এখন থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়কেই বাধ্যতামূলকভাবে DISE ফরম্যাটে ঐ বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য সরকারের কাছে জমা করতে হবে।

৫১) এই আইনের কোনো ব্যবস্থা যদি পালিত না হয় বা এই আইনের কোনো ধারা ভঙ্গ হলে বা এই আইন অনুযায়ী কোনো শিশু শিক্ষার অধিকার না পেলে কার কাছে অভিযোগ জানান যাবে?

শিশুদের অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন (NCPCR) এবং রাজ্য কমিশনের (SCPCR) কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন। যদি এখনো রাজ্য কমিশন চালু না হয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার এইসব

অভিযোগের তদন্তের জন্য জেলাতে এবং রাজ্যে আলাদা করে (Right to Education Protection Authority) তৈরী করবে।

এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হবে।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে তিন মাসের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে অবেদন করতে পারেন। যদি রাজ্যে শিশু সুরক্ষা কমিশন না থাকে তবে রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে।[sec.31&32]

৫২) বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা (School Development Plan) কি?

প্রতিটি বিদ্যালয়ের "বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Comittee)" শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে একটি "বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা (School Development Plan)" তৈরি করবে। [WB State Rule No. 14(1)]

এই বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনাটি হবে তিন বছরের পরিকল্পনা এবং তিনটি আংশিক বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত। এই পরিকল্পনাটি তৈরি হবে ছাত্রছাত্রী, পিতামাতা বা অবিভাবক দের অংশগ্রহনের মাধ্যমে।

বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনাটি তৈরি হবে নিম্নলিখিত তথ্যের বিবরণ দিয়ে-[WB State Rule No 14(3)]

- অবস্থান, ভূমির বিবরণ, যোগাযোগ এবং বিদ্যালয় সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ যেমন বিদ্যালয়ের ইতিহাস, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভালো অভ্যাস।
- প্রত্যেক বছরের শ্রেণী অনুযায়ী সমস্ত ছাত্রছাত্রীর নামের তালিকা।
- প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী জন্য তিন বছরের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের নির্ধারণ করা।
- তিন বছরের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিকাঠামো, যেখানে থাকবে শিশু বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বাধাহীন বিদ্যালয় বাড়ি, মিড-ডে-মিল রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, উপযুক্ত পানিয় জলের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আসবাসপত্র, লাইব্রেরী বই, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি।
- বছরের নুন্যতম কতদিন এবং কত ঘণ্টা বিদ্যালয় খোলা থাকবে।
- শিক্ষকেরা সপ্তাহে নুন্যতম কতক্ষণ বিদ্যালয়ে কাজ করবেন।
- বিদ্যালয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা।

- শিশুদের শিক্ষাগত এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যে যে উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা।

প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই "বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনাটি" বিদ্যালয়ের "বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির" সভাপতি এবং সম্পাদক দ্বারা স্বাক্ষর করাবেন। এরপর ওই জেলার "জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের" কাছে শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার আগে জমা দেবেন।[WB State Rule No 14(4)]

৫৩) বিদ্যালয়ে আর কি কি থাকা জরুরি?

প্রত্যেক বিদ্যালয়কে একটি বিদ্যালয় স্বীকৃতির শংসাপত্র (Certificate of Recognition) প্রদান করা হবে "নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC)" হিসাবে যেটি সকলের দৃষ্টি পড়ে বিদ্যালয়ের এমন জায়গায় প্রদর্শিত হবে। [WB State Rule No 10(17)]

স্টেট রুল অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে [WB State Rule No 10(19)]-

- ওই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে গতমাসের শেষ দিনে কতজন ছাত্রছাত্রী পড়েছিল।
- ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা।
- বিদ্যালয়ের দ্বারা কি কি পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কার্যকলাপ/পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- ওই বিদ্যালয়ে কি কি সুযোগ সুবিধা বর্তমান।
- ওই বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল প্রাপ্ত দিন সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির গঠন।
- বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার বিবরণ ।
- বোর্ডের নাম, যার দ্বারা ওই বিদ্যালয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

আইন দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা নির্দিষ্ট বোর্ড দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি বিদ্যালয় নিশ্চিত করবে যে তাদের বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা ওই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বা অন্য কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন প্রদান করেন না এবং কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই রূপ করলে বিধি ভঙ্গের অভিযোগে তার চাকরি চলে যেতে পারে।[WB State Rule No 10(20)]

বিদ্যালয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ও যথাযথ সরকারি তথ্য দেওয়া স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

৫৪) রেপা/ REPA (Right to Education Protection Authority) কি?

যেহেতু এখনও পর্যন্ত পঃ বঃ এ State Commission for the Protection of Child Rights (SCPCR) এর স্থাপন হয়নি সেহেতু বর্তমানে Right to Education Protection Authority (REPA)

[WB State Rule No 9] শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী State Commission for the Protection of Child Rights (SCPCR) স্থাপন হলে, REPA র সমস্ত কাজ SCPCR করবে। বর্তমানে REPA র ঠিকানা হল- **২৭ এ বোসপুকুর রোড, ৫ম তল কোলকাতা- ৪২।**

এই আইনের শিডিউল (সেকশন ১৯ এবং ২৫ দ্বারা নির্দিষ্ট) অনুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আবাশিক ন্যূনতম ব্যবস্থাবিধি

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- ৬০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী জন্য ২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ।
- ৬১ থেকে ৯০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ৯১ থেকে ১২০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী জন্য ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ১২১ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী জন্য ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশী হলে ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।
- ছাত্রী-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০ জনের বেশী হলে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকবেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকতে হবে যাতে করে গণিত-বিজ্ঞান, ভাষা এবং সমাজপাঠ (ইতিহাস-ভূগোল), প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকেন।
- প্রতি ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন।
- বিদ্যালয়ে ১০০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকলে-
  - একজন পূর্ণ সময়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন,

- নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা থাকবেন,
  - শিল্পকলা শিক্ষা
  - স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা
  - কর্মশিক্ষা

বিদ্যালয় ভবন (স্কুলবাড়ি) কেমন হবে?

- সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এমন পাকা বাড়ি।
- প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য অন্ততঃ একটি করে শ্রেণীকক্ষ।
- প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য একটি ঘর, এই ঘরটি অফিস এবং স্টোররুম হিসেবেও ব্যবহার করা হবে।
- বিদ্যালয়ে প্রবেশ বাধাহীন হবে যাতে করে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরাও অনায়াসে বিদ্যালয়ে আসতে পারে।
- ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার।
- বিদ্যালয়ে সুরক্ষিত এবং যথেষ্ট পরিমান পানীয় জলের ব্যবস্থা সমস্ত শিশুর জন্য থাকতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে আলাদা 'মিড-ডে-মিল' রান্নার জন্য রান্নাঘর থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকতে হবে।
- বিদ্যালয় ভবন পাঁচিল বা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

বছরে অন্ততঃ কতদিন এবং কতঘন্টা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হবে?

- প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী জন্য বছর ২০০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য বছরে ২২০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
- প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছর অন্ততঃ ৮০০ ঘন্টা পড়াশুনা হতে হবে।

- ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্ততঃ ১০০০ ঘন্টা পড়াশুনা হতে হবে।
- প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সপ্তাহে অন্ততঃ ৪৫ ঘন্টা বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন এবং তার প্রস্তুতি মূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।
- প্রতি বিদ্যালয় একটি করে পাঠাগার (Library) থাকতে হবে যেখানে খবরের, কাগজ, পত্র পত্রিকা, গল্পের বই এবং অন্যান্য বই থাকবে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

তথ্য সূত্রঃ

- The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (As notified in The Gazette of India on 27th August, 2009)
- Model Rule under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
- Frequently Asked Questions on Right to Education Published by Unicef and Bharat Gyan and Bigyan Samity
- বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী- প্রকাশ করেছেন সর্বশিক্ষা অভিযান, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এবং ইউনিসেফ।
- Understanding Right to Education (RTE): Some questions and Answers- India current Affairs (A Leading Source of Online Information on India) http://indiacurrentaffairs.org/understanding-right-to-educationrte-some-queastions-and-answares
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য রুল (By School Education Department, Law Branch) নং. 323-SE(Law)/ES/S/1A-01/2009, Dated: 15th March, 2012
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটঃ wbsed.gov.in
- শিক্ষক শিক্ষিকার সহায়ক পুস্তিকা- কলকাতা কন্সালটান্ট, কলকাতা সর্বশিক্ষা মিশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেন।

নাগরিক সমাজ সংগঠনরা অভিযোগকারীকে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট রূপটি ব্যবহার করতে বলতে পারেন ঃ

প্রতি
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
.....
.....

বিষয় ঃ **RTE, 2009** আইন ভাঙ্গের বিরুদ্ধে ন্যায্যতা পেতে আবেদন ঃ

মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
আমরা সবাই জানি ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বলবৎ হয়েছে।
এই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাদের রাজ্যে RTE, আইন, ২০০৯-এর বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গকারী কিছু কার্যকলাপ চলছে। উক্ত বিদ্যালয়ের ওই সমস্ত ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ আপনার সুবিধার্থে এই পত্রের সাথে যুক্ত করা হল।
এই মর্মে আমরা আপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ একান্তভাবে প্রর্থনীয়/কামনা করি।
আগামী দিনে আপনার সহানুভূতিশীল সহযোগিতা এবং সদর্থক ভূমিকার অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদান্তে
ইতি

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবরণ দিতে হবে ঃ

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিষয়	সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Copy To. :

1. জেলা স্কুল পরিদর্শক
2. REPA (Right to Education Protection Authority),
   27A, Bose Pukur Road, (4th Floor), Kasba, Kolkata-700 042.
3. Chairman District Primary School Council, Kolkata.

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

সৌজন্যে কলকাতা সর্বশিক্ষা মিশন

"কলকাতা কম্যাসটার্ট, এ ইউনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি"

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯

সৌজন্যে কলকাতা সর্বশিক্ষা মিশন

Kolkata Konsultants – a Unit of Community Action Society
ED 130 Rajdanga Main Road, Kolkata 700 107
Ph No 033-24416453 or 9831107383
Email: kolkatakonsultants@gmail.com
Website: kolkatakonsultants.org

"কলকাতা কন্সাল্টান্ট, এ ইউনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি"